প্রশ্নঃ- কমেডির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।(প্রশ্নমান-১০)

উত্তর:- কমেডির উদ্ভব প্রাচীন গ্রিসে। প্রাচীনকালে ডায়নিসাস দেবতার শীতকালীন উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা এবং 'ফলিক সংগীত'(phallic songs) থেকে কমেডির সৃষ্টি।গ্রিক 'Komoidia' শব্দ থেকে 'Comedy' শব্দটির আবির্ভাব, যার মূল উৎস 'Komos' (অর্থ-আনন্দোৎসব করা) শব্দ।গ্রিক ভাষাতে এই কমেডি শব্দের ধাতুগত অর্থ হলো 'আনন্দকারীদের গান'।

আরিস্টটল 'poetics' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে কমেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- "As for comedy,it is (as has been observed) an imitation of men worse than the average,worse however,not as regards any and every short of fault but only as regards one particular kind,the ridiculous which is a species of the ugly. ... " ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এও নিম্ন শ্রেণির লোককে প্রহসনের চরিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।সুতরাং বলা যায়,যে নাটকের চরিত্র মহত্বহীন,বিষয়বস্তু গাম্ভীর্যহীন,ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নানা অসঙ্গতির সূত্রে সমাজিকের চিত্তে হাস্যরসের উদ্রেক করে তাকে কমেডি বলে।

<u>কমেডির বৈশিষ্ট্য:</u> কমেডির বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ-

১)কমেডির মধ্যে জীবনের বিশাল ব্যাপ্তি ও সমগ্রতা নেই,পরিবর্তে খণ্ডিত জীবনের চিত্র ও সমাজ বেশি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।যেমন-অমৃতলাল বসুর 'কৃপনের ধন' হাস্যরসমূলক এই নাটক পরিণতিতে যত পৌঁছেছে ততই তার মাত্রাতে পরিবর্তন হয়ে এক সূক্ষ বেদনাবোধ ছড়িয়ে পড়েছে।আর এই পরিবর্তন খণ্ডিত জীবনের মূল্যবোধ ও সমাজ পরিবেশ থেকেই।

২)কমেডির সমাপ্তি 'Happy Ending'-এ;কারণ কমেডি মিলনাত্মক লঘুজাতীয় রচনা এবং আনন্দ,আমোদ,রঙ্গপ্রিয়তা,হাস্যরসই এর মূল উপাদান।কমেডির সমাপ্তিতে পাঠক ও দর্শক এক স্বস্তি ও আনন্দদায়ক তৃপ্তি লাভ করে।যেমন-শেক্সপিয়র-এর 'A Midsummer Nights Dream' নাটক শেষ হয়েছে পরীদের রাজা-রানী ও পরীর দলের এক আনন্দময় মিলনের রাতে।রবীন্দ্রনাথ-এর 'চিরকুমার সভা' নাটকে চিরকুমার সভার সভ্যরা শেষ পর্যন্ত কৌমার্য ব্রত ভঙ্গ করে বিবাহিত জীবনের মধুর মিলনে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়েছে।

৩)কমেডিতে থাকে বহু পাত্র-পাত্রীর মিলনজনিত সমাজগোষ্ঠী।সেই সব পাত্র-পাত্রীরা যে সমাজ-স্তর থেকে উঠে আসে,সেই স্তরের জীবনযাত্রা,আচরণেরই প্রতিফলন ঘটে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকের কথা।নাটকের নায়ক-নায়িকা মানস ও নীহারিকা উভয়েই নাগরিক শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অঙ্গীভূত।কিন্তু কাহিনীসূত্রে বাবলাহাটি পল্লীগ্রামের সমাজপরিবেশ ও মানুষজন নাটকের চরিত্র হয়ে উঠেছে। নাটকের সমাপ্তি হয়েছে এই পল্লীসমাজের বিদ্যালয় পরিবেশ সমবেত মানুষজনের উপস্থিতিতে মানস ও নীহারিকার মধুর মিলনে।

৪)কমেডিতে লঘুতরল হাসি,রঙ্গ-তামাসার সঙ্গে করুন বিষাদজনিত অশ্রুও মিশে থাকে- জীবনের আনন্দ এর মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়ে ওঠে।শুধুই হাসি,কৌতুক,ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে প্রকৃত হাসিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।কমেডির প্রকৃত হাসিকে গভীরভাবে ছাড়া উপলব্ধি করা যায় না;আর সেই গভীরভাবে উপলব্ধি হাসিকে গ্রহণ করতে হয় উপলব্ধ জীবনসত্যরূপে।কমেডির হাসি যেন অনেকটা শ্রাবনী পূর্ণিমার মতো।তাতে জোৎস্নার আনন্দও আছে আবার অবিশ্রান্ত বর্ষণের বেদনাও আছে।রবীন্দ্রনাথ হাসি ও অশ্রুকে অভিন্ন মনে করতেন।তাঁর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কমেডির এই সত্যরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

৫)বিশুদ্ধ হাস্যরস (Humour) কমেডির প্রধান অঙ্গীরস-যা জীবনরস রসিকতামূলক।শেক্সপিয়রের বেশির ভাগ রোমান্টিক কমেডি(As you like it, The tempest)-তে এই হিউমার রসের আধিক্যই ফুটে ওঠে।দীনবন্ধু মিত্রের 'সাধবার একাদশী' একটি অন্যতম হিউমার রসের কমেডি।

৬)কমেডির চরিত্রগুলি সময় ও সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় টাইপধর্মী এবং চেনা পরিবেশের।চরিত্রগুলি চেনা পরিবেশ থেকে উঠে আসে বলেই এরা অধিকতর বাস্তব।কিন্তু চরিত্রগুলি বাস্তবের মধ্যে উপস্থিত হলেও অনেক সময় এরা এক একটি বিশেষ ভাবের প্রকাশ করে।যেমন- 'সাধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন আত্মসচেতন মাতাল।বনফুল-এর 'কঞ্চি' নাটকের নায়িকা কঞ্চি শিক্ষিতা প্রতিবাদী নারীচরিত্রের প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

৭)বিভিন্ন রকম কমেডিতে কাহিনি উপকাহিনি মিশ্রনে এক জটিল বিন্যাস দেখা যায়।বিশেষ করে ষড়যন্ত্রমূলক কমেডিতে এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।অমৃতলাল বসুর 'খাস দখল' নাটকে লোকেন-মোক্ষদার মূল কাহিনির সঙ্গে মোহিত-গিরিবালার উপকাহিনি সমান্তরালভাবে পরিণতির দিকে এগিয়েছে নানাবিধ জটিলতা অতিক্রম করে।

৮)কমেডি কখনো ঘটনা,কখনো চরিত্র,কখনো বাক্যের যেকোনো এক বা একাধিক দিক অবলম্বন করে মূর্ত হয়ে ওঠে।একটি বাক্যকে বক্তা কিভাবে বলছে সেই ভঙ্গি বা একই শব্দের একাধিক অর্থ যোগেও(polysemia) কমেডি হয়।যেমন- 'শেষরক্ষা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকরস সৃষ্টিতে শিবচরণ চরিত্রে এই পন্থার প্রয়োগ করেছেন।

অনেক সময় ঘটনার সংস্থাপন নাটকের মধ্যে কমেডির রস সৃষ্টিতে সাহায্য করে।যেমন-বনফুলের 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকে মন্ত্রাশক্তির জোরে যখন স্বামী হারাধন কুকুরে রূপান্তরিত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে স্ত্রী শুভঙ্করী কুকুরকে আদরযত্ন করেছে, তখন সেই ঘটনার মধ্য দিয়ে কমেডির কৌতুক দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

৯)কমেডি ঘটনাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠে বলেই কমেডির ধর্ম হলো ঘটনার বিচিত্রতা ও বহুমুখীনতা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ-এর 'চিরকুমার সভা' নাটকের প্রতি আলোকপাত করা যায়। এই নাটকের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে চিরকুমার সভা'র সভ্যদের কৌমার্য ব্রতকে রক্ষা করার বিষয়কে অবলম্বন করে।কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে সভার সদস্যদের অনেকেই এই ব্রতধর্মের বিরোধিতা করে মানসিকভাবে রোমান্টিক হয়ে পড়ায় নাটক রোমান্টিক হয়ে উঠেছে এবং ঘটনার বৈচিত্র নির্ধারিত হয়েছে।

১০)কমেডির ভাষা হয় সাধারণত সহজ সরল।তবে তাতে ঔজ্জ্বল্য ও ধার থাকে।সেক্ষেত্রে নাট্যকারেরা এক এক কমেডির জন্য এক এক ভাষারূপের সাহায্য গ্রহণ করেন।সাধারণত রোমান্টিক কমেডিতে রহস্যময় বাক্যালাপ লক্ষ করা যায়।শেক্সপিয়ারের রোমান্টিক কমেডিগুলিতে এইরকম রহস্যময় ভাষার ইঙ্গিত মেলে।অন্যদিকে,সামাজিক কমেডির ক্ষেত্রে বাকচাতুর্যময় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।কমেডির ক্ষেত্রে ভাষাই অনেকখানি ভাবের দ্যোতক।

কমেডির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দু-একটি ব্যতিক্রম থাকলেও তাকে কমেডির শ্রেণিভুক্ত করা যায়।আবার উপসংহার মিলনান্তিক হলেও সব নাটককে কমেডি বলা যায় না।পরিণতির সঙ্গে সমগ্র নাটকের সঙ্গতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। 'সাজাহান' নাটকের পরিণতিতে সাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে মিলন ঘটানো সত্ত্বেও ওই নাটকটি একই কারণে কমেডি হয়নি।সার্থক কমেডি হতে হলে ঘটনা,চরিত্র ও সংলাপের যে কোনো দিক অবলম্বন করে 'comic sprit' জাগিয়ে তুলতে হবে।হাস্যরস কমেডির অন্তরসত্তায় অবস্থান করে কমেডির ঘটনা ও চরিত্রকে এক অনিবার্য অনান্দজনক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

----------//////----------